

ভাল্লাগে না

আয়মান সাদিক

অন্তিক মাহমুদ



একমাত্র পরিবেশক তাম্রলিপি



উৎসর্গ

বাংলাবিদ জ্যোতি আর
সবজান্তা আব্দুল্লাহকে

ভূমিকা

ভূমিকা লিখে কী হবে! মানুষ তো এমনিতেও ভূমিকা পড়ে না। মাথায় ভালো কোনো আইডিয়াও আর আসছে না। ধেং আজকে ভূমিকা লিখতে আর ভাল্লাগছে না। কালকে ভাল্লাগলে লিখব।

পরের দিন . . . (আজকেও ভাল্লাগছে না)

ভূমিকাটা লিখে ফেলা আর সম্ভব হয়নি।

এই ভূমিকা দেখে যদি ‘ভাল্লাগে না, ভাল্লাগে না’ করে তোমার জীবনে এ রকম ফেলে আসা কাজগুলোর কথা মনে পড়ে যায়, তবে বইটি তোমার জন্য।

সূচিপত্র

ভূমিকা	৭
ভাল্লাগে না'র ইতিকথা	১১
ভাল্লাগে না	১৭
কালকে করব	২৫
কী করলাম জীবনে	৩২
পারব না	৪১
লোকে কী বলবে	৪৭
কপালে নাই	৫৭
তো কী হইসে	৬৪
আমার কী দোষ	৬৯
এই দেশের কিচ্ছু হবে না	৭৫
ফেসবুকে আমি হিট	৮১
তুই আমাকে চিনস	৮৮
টেনশনে আছি	৯৪
সময়ই তো পাই না	১০৫
টাকা ছাড়া সম্ভব না	১১৪
মামা ছাড়া চাকরি নাই	১১৮
এখন আমি কী করব	১২৫
মন বসে না কাজে	১৩১
ও তো মেধাবী	১৩৯
বন্ধুরা সব সাপ	১৪৪
আমি এমনই	১৪৮
ব্যর্থতার সব ফর্মুলা একসঙ্গে	১৫৭

বইটি পড়ার পর তুমি সূচিপত্রে লেখা কথাগুলো ('ভাল্লাগে না', 'আমি এমনই' ইত্যাদি) যতবার উচ্চারণ করবে; ততবারই আমাদের কথা মনে পড়বে। তখন তোমার মধ্যে একটু হলেও অপরাধবোধ কাজ করবে। আর যখনই অপরাধবোধ কাজ করবে তখন নিশ্চয় এই কথাগুলো বলা বন্ধ করবে তুমি।

আর যখন থেকে এ কথাগুলো বলা শুরু করবে, ঠিক তখন থেকেই ধীরে ধীরে বদলে যেতে শুরু করবে তোমার জীবন!

তাই, সূচিপত্রের কথাগুলোর শেষ সূত্র

কথাগুলো মনে পড়া → অপরাধবোধ তৈরি হওয়া → কথাগুলো পরিহার করা → জীবন বদলে যাওয়া

ভাল্লাগে না'র ইতিকথা

ইতিকথা পরে বলছি। আগে বলি কীভাবে বইটা পড়বে। থাক, তার চেয়ে বরং বলি কীভাবে এই বইটা পড়বে না—

১. এক বসাতেই পুরো বই পড়ে শেষ করে ফেলো না, তাহলে দেখা যাবে অনুভব করার আগেই মূল অনুভূতিটা শেষ হয়ে যাবে।
২. বইটি কিন্তু আবার গান শুনতে শুনতে পড়া শুরু করে দিয়ো না। বলা তো যায় না, দেখা গেল তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন কোনো গান শুনতে শুনতে বইটি পড়লে, তারপর এই বইয়ের অনুভূতি আর তোমার ওই যে গানের তীব্র অনুভূতি—এই দুই অনুভূতির প্যাঁচ লেগে একটা বিদঘুটে অনুভূতির সৃষ্টি হয়ে গেল।
৩. ফোনে কথা বলতে বলতে বইটিতে হাত না দেওয়াই ভালো। যার সঙ্গে কথা বলছ, এখন বরং তার অনুভূতিটাই প্রাধান্য দাও।

বইটি পড়ার সময় যা যা সঙ্গে রাখতে পারো—

১. **হাইলাইটার** : যেন গুরুত্বপূর্ণ অংশ দাগিয়ে রাখা যায়।

২. **স্টিকি নোটস** : (হলুদ রঙের আঠা লাগানো ছোট কাগজ) যেন নিজের কিছু আইডিয়া আসামাত্রই বইতে যোগ করে দেওয়া যায়। আর হ্যাঁ, বইয়ের কোথাও তুমি যদি এভাবে নতুন কিছু সংযোজন করো তাহলে অবশ্যই... অবশ্যই সেটার ছবি তুলে আমার **ফেসবুক পেজে** (Ayman Sadiq) ইনবক্স করো। তাহলে হয়তো পরবর্তী সংস্করণে তোমার অংশটুকু জুড়ে দেওয়াও হবে। প্রিয় পাঠক বন্ধু, তাহলে আর দেরি কেন, চলো একসঙ্গেই শুরু করি পরবর্তী সংস্করণের কাজ।

৩. একাত্মতা নিয়ে কাজ করতে বসা : বইয়ের পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার জন্য হাতে সময় আছে দুদিন। আর এদিকে এখনো দুটি অনুভূতি নিয়ে লেখা বাকি। এখন কী করি? চিন্তা করলাম, ইতিকথাটুকু বাদ দিয়ে আগে অনুভূতি দুটি লিখে ফেলি। ওই দুটি শেষ করে আবার নাহয় এখানে এসে ইতিকথা শেষ করব। আর বন্ধুরা, ইতিকথা যদি শেষ করতে না পারি তাহলে তোমরাই আমাকে আমার ফেসবুক পেজে (Ayman Sadiq) মেসেজ দিয়ো কীভাবে তা লিখে শেষ করা যায়। তখন তোমার ওই চমৎকার বুদ্ধিটিই আমি যোগ করে দেব বইয়ের এই অংশে।

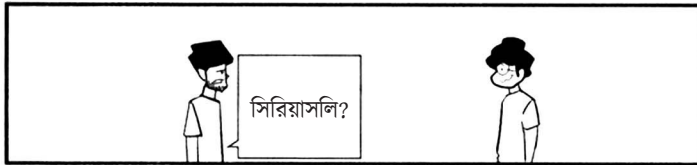
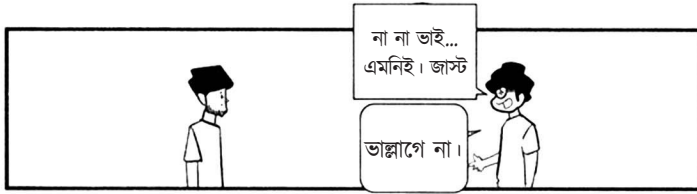
তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলেছ আমার পরিকল্পনা। হ্যাঁ, এখন থেকেই আমি এই বইয়ের কিছু কিছু কাজ তোমাদের দিতে শুরু করেছি। কেননা বইটি পড়ার পর যদি কোনো কাজে সেটার প্রতিফলনই না ঘটে তাহলে তো বইয়ের মূল উদ্দেশ্যটিই হারিয়ে যাবে।

আরেকটা কথা, আমাদের কাছে সব সময়ই কিছু অনুভূতি ভালো আর কিছু অনুভূতি খারাপ। আমি বরং খারাপ অনুভূতিগুলোকে খারাপ বলতে চাই না; এগুলো এমন অনুভূতি যা আমরা কেউ জীবনে তেমন একটা পেতে চাই না। যেমন হতাশা; অনেকেই নতুন কোনো কাজ করতে চায় না। কারণ, 'যদি ব্যর্থ হই তাহলে তো অনেক হতাশ লাগবে। আর তাই সেই অনুভূতির মুখোমুখি হতে চাই না। কিন্তু তুমি যদি একটু হতাশ হওয়ার ভয়ে নতুন কিছু না-ই করো, তাহলে তো সামনে এগোতে পারবে না।

শুধু মৃত মানুষ হতাশ হয় না, মৃত মানুষ কষ্ট পায় না। জীবিত থাকার মানেরই কিন্তু এসব খারাপ-ভালো অনুভূতির অভিজ্ঞতা। হ্যাঁ আমরা ঠিকই চেষ্টা করব ভালো অনুভূতিগুলো আরও বেশি পেতে, কিন্তু তাই বলে কোনো খারাপ অনুভূতি আসবে না, এ রকম ভাবটা অযৌক্তিক, হাস্যকর।







ভাল্লাগে না

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই/যাহা পাই তাহা চাই না।’

আমরা অনেক সময় নিজেরাই বুঝি না, আমরা কী চাই। তাই কোনো কিছু পেলেও বুঝতে পারি না, সেটা আমরা চেয়েছি কি না। মনে হয়, ধুর এটা তো চাইনি। তখন বিতৃষ্ণা লাগে। কেবলই মনে হতে থাকে, ‘ধুরো! ভাল্লাগে না, কিছুই মন মতো হয় না, কিছুই করতে আর ইচ্ছা করে না...’

তা করবেই বা কেন? নিজেকে আগে জিজ্ঞেস করে দেখো তো, তুমি নিজে কী জানো, তুমি কী করতে চাও, কী পেতে চাও বা কী অর্জন করতে চাও? যত দিন এটা বের করতে পারছ না, তত দিন ভালো লাগার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

তো উপায় কী এখন?

উপায় অনেক সহজ। আগে খুঁজে বের করো তোমার ভাল্লাগা জিনিসগুলো আসলে কী কী? তারপর নিচের ছকটিতে লিখে ফেলো তোমার যতসব ভাল্লাগা। প্রথম সারিটায় আমার কিছু ভাল্লাগা জানিয়ে দিলাম। এবার তোমার পালা—

কাজের ক্ষেত্রে?	অবসর সময়ে?	সবাই মিলে?
ভিডিও বানাতে	ফুটবল খেলতে	ঘুরতে যেতে